শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

গবেষণা সিরিজ- ১৬

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1368-7

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩
পঞ্চম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	শাফায়াত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৬
৭	ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তার প্রবাহচিত্র	২৬
৮	শাফায়াত অবিশ্বাস করার পরিণতি	২৯
৯	শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা	৩১
১০	মানুষের বাইরে যারা শাফায়াতকারী হবে	৩৫
১১	শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে, না পরে অনুষ্ঠিত হবে?	৩৭
১২	শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না?	৪২
১৩	শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার কারণ	৬৫
১৪	শাফায়াত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে কি না?	৬৮
১৫	শাফায়াত বিষয়ে যে দোয়া করতে হবে	৬৯
১৬	শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মূল উৎস এবং তার পর্যালোচনা	৭০
১৭	শেষ কথা	৯৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

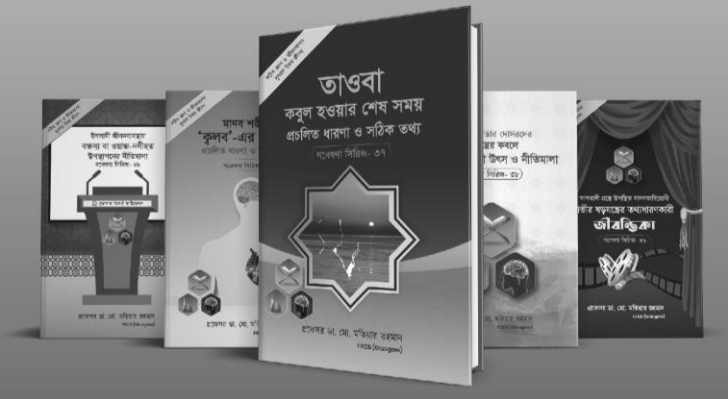

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'শাফায়াত' হলো মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা পরকালে গুনাহ বা শাস্তি মাফের একটি ব্যবস্থা। 'শাফায়াত' এবং শাফায়াতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক তথ্য আছে। তাই 'শাফায়াত' বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকবে না। পরকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটির একটি হলো 'শাফায়াত'। বাকি দু'টো হলো– আমলের হিসাব বা মাপ হওয়া এবং জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি। এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে বন্যা দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। কবর পূজা ও পীর পূজা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা। এ সকল কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালিন জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে 'শাফায়াত' সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। 'শাফায়াত' সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া মিথ্যা কথাগুলোর অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো عَقْلٌ/বোধশক্তি/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবি ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. ... ...

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল/ Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

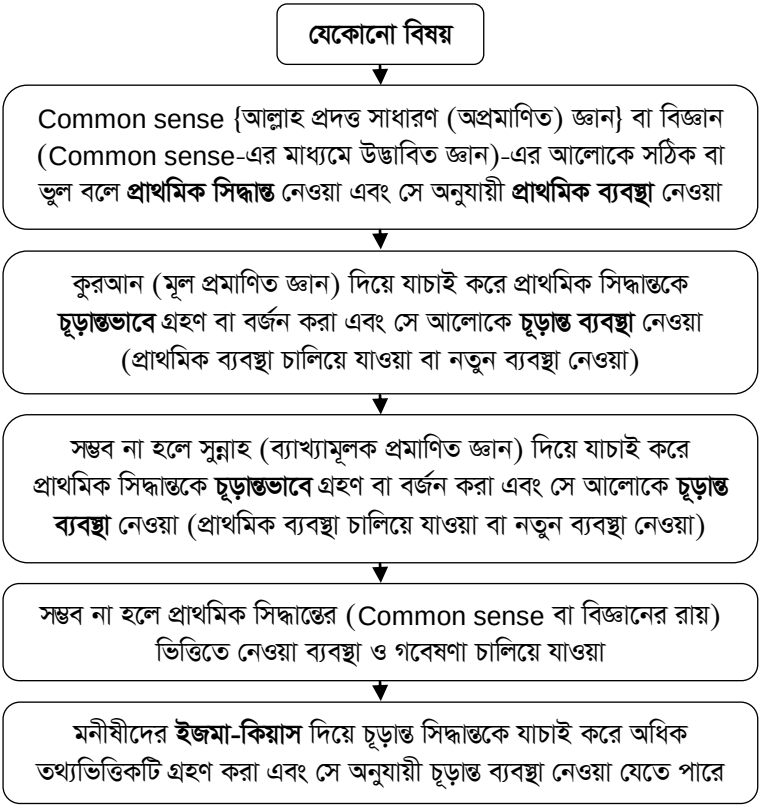

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

শাফায়াত ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। কেউ শাফায়াতে বিশ্বাস না করলে তার ঈমান থাকবে না। ইসলামের এ মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কতিপয় তথ্য হলো–

১. নবী-রসূলগণসহ মু'মিনগণ শাফায়াত করবেন।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যাবে।
৩. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করছে এমন মু'মিনদেরকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের করে এনে জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
৪. কাফিররা শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না।

শাফায়াত সম্পর্কে এরূপ ধারণার বাস্তব যেসব কুফল বর্তমানে মুসলিম সমাজে দেখা যায়–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে মনে করে মুসলিমদের অনেকেই এমন নিষিদ্ধ কাজ করছে যার কারণে পরকালে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে যেতে হবে বলে কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।
২. বিশেষ কিছু মানুষ শাফায়াত করতে পারবে ধারণা করে সাধারণ লোকেরা তাদেরকে এমন উপায়ে খুশি করার চেষ্টা করছে যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তির শাফায়াত পাওয়ার আশায় অনেকে কবর পূজা করছে।
৪. কিছু লোক শাফায়াতের লোভ দেখিয়ে নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে।

তাই, আমরা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর রায়ের ভিত্তিতে শাফায়াত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

শাফায়াত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাফায়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সুপারিশ, মাধ্যম বা দোয়া। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পরকালে অপরের গুনাহ বা শাস্তি মাফের জন্য আল্লাহর কাছে করা সুপারিশ। এ কথা সত্য যে– মৃত্যুর পর তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না। তাই দয়াময় আল্লাহ মৃত্যুর পরও মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার একটি বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। আর সে ব্যবস্থা হচ্ছে শাফায়াত।

ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তার প্রবাহচিত্র

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তা জানা দরকার। এ তথ্যটি আমরা প্রথমে চলমান চিত্র আকারে এবং পরে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আকারে উপস্থাপন করবো।

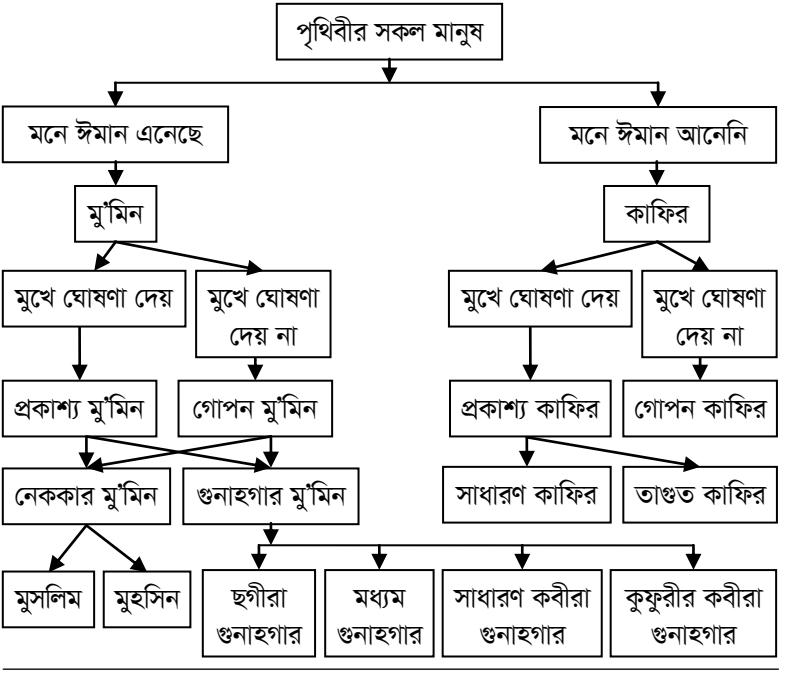

মু'মিন : মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে।

প্রকাশ্য মু'মিন : যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে এবং মুখে তার ঘোষণা দেয়। মনের বিশ্বাসটাই আল্লাহ দেখেন। মুখের ঘোষণাটি অন্য মানুষের বুঝার জন্যে যে, ব্যক্তিটি ঈমান এনেছে। সাধারণত মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিগণই এ বিভাগে থাকে।

গোপন মু'মিন : যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে কিন্তু মুখে তার ঘোষণা দিতে পারে না। সাধারণত অমুসলিম ঘরে জন্মানো ঈমান আনা ব্যক্তিগণই এ বিভাগে থাকে।

নেক্কার মু'মিন : যে গুনাহ করেনি বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেওয়ার কারণে যার আমলনামায় কোনো গুনাহ উপস্থিত নেই।

মুসলিম : সর্বনিম্ন স্তরের নেক্কার মু'মিন।

মুহসিন : সর্বোচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন।

ছগীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় শুধু ছগীরা গুনাহ (ছোটো গুনাহ) উপস্থিত আছে। নিষিদ্ধ কাজ প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ পালন করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় শুধু মধ্যম গুনাহ উপস্থিত আছে। মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টসহ বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় সাধারণ কবীরা গুনাহ উপস্থিত আছে। প্রায় না থাকা (খুব ছোটো) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

কুফরী কবীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ উপস্থিত আছে। ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছা করে বা খুশি মনে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়। এ ব্যক্তিরা আমলী কাফির। যথাযথভাবে তাওবা করলে সে আবার নেককার মু'মিন হয়ে যাবে। আর যারা মুখে ঘোষণা দিয়ে ঈমান থেকে

বের হয়ে যায় তারা কাওলী (ঘোষণা দেওয়া) কাফির। এদের মু'মিন হতে গেলে আবার ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে।

কাফির : সেই ব্যক্তি যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে না।

প্রকাশ্য কাফির : সেই কাফির যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি বিশ্বাস করে না এবং প্রকাশ্যে তার ঘোষণাও দেয়।

গোপন কাফির (মুনাফিক) : সেই কাফির যে প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় কিন্তু মনে ঈমান আনে না। এরাই হলো সবচেয়ে খারাপ ধরনের কাফির।

সাধারণ কাফির : সেই প্রকাশ্য কাফির যারা অন্যদের ইসলাম পালনে বাধা দেয় না।

তাগুত কাফির : সেই প্রকাশ্য কাফির যারা মুমিনদের ইসলাম পালনে নানাভাবে বাধা দেয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ- ২২) নামক বইটিতে।

শাফায়াত অবিশ্বাস করার পরিণতি

শাফায়াত সম্পর্কে এক দিকে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী অনেক কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। অন্যদিকে কিছু মানুষ শাফায়াতকে অস্বীকারও করে। তাই প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করবো শাফায়াত ইসলামে আছে কি নেই এবং শাফায়াত অস্বীকার করলে কী ধরনের গুনাহ হবে।

Common sense

দুনিয়ায় শক্তিধর ব্যক্তির কাছ থেকে অপরাধ বা শাস্তি মাফ করানোর জন্য তার পছন্দের মানুষ দিয়ে সুপারিশ করানোর পদ্ধতি চালু আছে। তাই, পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে অপরাধ (গুনাহ) বা শাস্তি মাফ করানোর জন্য আল্লাহর পছন্দের মানুষ দিয়ে সুপারিশ করানোর পদ্ধতি থাকা Common sense সম্মত।

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত বা সুপারিশ নামক কোনো ব্যবস্থা পরকালে থাকা যৌক্তিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

অনুবাদ : (হে রসূল!) বলো, সুপারিশের সবকিছু (অনুমতি দেওয়া, কবুল করা ইত্যাদি) আল্লাহরই ইখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৪৪)

তথ্য-২

مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ

অনুবাদ : তিনি ছাড়া তোমাদের জন্যে না আছে কোনো (স্বাধীন) সাহায্যকারী এবং না আছে কোনো শাফায়াতকারী (অনুমতি দান ও কবুলকারী)।

(সুরা সাজদাহ /৩২ : ৪)

তথ্য-৩

.....لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

অনুবাদ : ... ... (যখন) তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী (অনুমতি দান ও কবুলকারী) থাকবে না, অতএব তারা যেন আল্লাহ-সচেতন হয়। (সুরা আন'আম/৬ : ৫১)

তথ্য-৪

.....مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.....

অনুবাদ : ... ... কে আছে এমন যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে তার অনুমতি ছাড়া?... ... ... (সুরা আল-বাকারাহ/২ : ২৫৫)

তথ্য-৫

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

অনুবাদ : যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ (হবে) অসুখী ও কেউ (হবে) সুখী। (সুরা হুদ/১১ : ১০৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতসহ সংশ্লিষ্ট আরও আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. শাফায়াত নামক একটি বিষয় ইসলামে আছে। তাই, শাফায়াত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।

২. আর শাফায়াত করার জন্য মহান আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে।

তাহলে দেখা যায়– শাফায়াত থাকা সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত নামক একটি বিষয় ইসলামে আছে। আর তাই, শাফায়াত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। তবে, শাফায়াত করার জন্য মহান আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে।

আল হাদীস

শাফায়াত সম্পর্কিত অনেক হাদীস পরে আসছে। ঐ সকল হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় শাফায়াত নামক একটি বিষয় পরকালে থাকবে তথা ইসলামে আছে।

শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **অনুমতি লাগার দৃষ্টিকোণ**

কোনো স্থানে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেওয়ার শর্ত থাকার অর্থ হলো–

১. সকলকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

২. প্রবেশের জন্য অনুমতি পাওয়ার কিছু যোগ্যতা আছে।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে– শাফায়াত করার জন্য শাফায়াতকারীকে আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে। এখান থেকে বুঝা যায়–

১. সকলে শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না।

২. শাফায়াতের অনুমতি পাওয়ার জন্য কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ **আমলনামায় গুনাহ উপস্থিত থাকার দৃষ্টিকোণ**

'শাফায়াত' গুনাহ মাফ হওয়ার একটি পদ্ধতি। তাই Common sense-এর আলোকে বলা যায় যে, পরকালে যার আমলনামায় গুনাহ উপস্থিত থাকবে সে অন্যের জন্য শাফায়াত করার অনুমতি পেতে পারে না। অর্থাৎ তিনিই শাফায়াত করার যোগ্য হবেন যার আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না তথা সে নেক্কার মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ **পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির সম্মাননা পুরস্কার পাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

প্রত্যেক দেশে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া হয়। এটি একটি সম্মাননা পুরস্কার। এ পুরস্কার সাধারণ মানে পাশ করা ছাত্ররা পায় না। এ পুরস্কার পায় যারা অসাধারণ ফলাফল করে। মানুষের দুনিয়ার জীবনও একটি পরীক্ষা। আর শাফায়াত হলো রাজাধিরাজ মহান

আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়ার জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মানুষকে দেওয়া সম্মাননা পুরস্কার। Common sense অনুযায়ী তাই শাফায়াত করার অনুমতি–

১. পাবে না- যারা নিম্নস্তরের নেক্কার মু'মিন (মুসলিম) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় সাধারণ মানে পাশ করেছে।

২. পাবে- যারা সর্বোচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় অসাধারণ (Extraordinary) ভালো ফল করেছেন।

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা সর্বোচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

আল-কুরআন

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে, সুপারিশ করার ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ছাড়া।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৮৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'য়ালা শাফায়াত করার যোগ্য কে হবে না এবং কে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পরিবর্তে মুশরিকরা যে দেবদেবীদের ডাকে তারা শাফায়াত করার যোগ্য সত্তা নয়। অর্থাৎ তারা শাফায়াতের অনুমতি পাবে না।

এরপর আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– শাফায়াতের যোগ্য হবে তথা অনুমতি পাবে তারা, যারা দুনিয়ায় জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। চিরসত্য জ্ঞান হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান। তাই জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে– কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি পড়ে অতিউচ্চ মানের জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা ও কাজের মাধ্যমে অতিউচ্চ মানের নেককার মু'মিন হিসেবে জীবন পরিচালনা করা।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা অতিউচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

তাই ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা অতিউচ্চ স্তরের নেক্কার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِى الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ..... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণিত সনদের পঞ্চম ব্যক্তি হাকাম ইবন মুসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি কিয়ামাতের দিন আদম সন্তানদের সরদার হবো এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে এবং আমিই প্রথম শাফায়াতকারী ও আমার শাফায়াত প্রথমে কবুল করা হবে।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬০৭৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) প্রথম শাফায়াতকারী হবেন এবং তাঁর শাফায়াত প্রথম গৃহীত হবে। রসূলুল্লাহ (স.) প্রথম শাফায়াতকারী এবং তাঁর শাফায়াত প্রথমে কবুল হওয়া কথাটি থেকে জানা যায়– অন্যকিছু ব্যক্তিও শাফায়াত করবেন এবং তাদের কারও কারও শাফায়াতও কবুল হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ .... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাঈদ আল-খুদুরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা

বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবো কি? ... ... তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন।

- বুখারী, আস-সহীহ, (বৈরুত : দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৭০০১)
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কবীরা গুনাহগাররা শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস দু'টির আলোকে বলা যায়– অতি উচ্চমানের নেককার মু'মিনরাই শাফায়াত করার অনুমতি পাবে।

মানুষের বাইরে যারা শাফায়াতকারী হবে

আল কুরআন

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ.

অনুবাদ : আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং (যার প্রতি) তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

(সুরা নজম/৫৩ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ফেরেশতারা শাফায়াত করবেন।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ... ... عَنْ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ উমামাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি হাসান ইবনু আলী আল-হুলওয়ানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, **তোমরা কুরআন অধ্যয়ন করো। কারণ ক্বিয়ামাতের দিন তার অধ্যয়নকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে।** তোমরা দু'টি উজ্জ্বল সুরা অর্থাৎ সুরা আল বাক্বারাহ্ এবং সুরা আল ইমরান অধ্যয়ন করো।

ক্বিয়ামতের দিন এ দু'টি সুরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি, যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সুরা আল বাক্বারাহ্ অধ্যয়ন করো। এ সুরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়া বলেছেন– আমি জানতে পেরেছি যে, বাতিলের অনুসারী বলে যাদুকরদের বলা হয়েছে।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৯১০
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আল কুরআন শাফায়াত করবে।

হাদীস-২

أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٌ ..... عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ، وَمَا حِلٌّ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

অনুবাদ : *ইবন হিব্বান (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন এত বড়ো সুপারিশকারী যে, তার আবেদন রক্ষা করা হবে। যে একে সম্মুখে রাখবে তাকে সে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর যে একে পিছনে ফেলে রাখবে, তাকে সে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেবে।

- ইবন হিব্বান, আস-সহীহ, হাদীস নং-১২৪ (সনদ তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.)।
- হাদীসটির সনদ ও মতন উত্তম।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আল কুরআন মনুষের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকে শাফায়াত করবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়– কুরআন ও ফেরেশতাগণ শাফায়াত করবে। আর সে শাফায়াত পক্ষে বা বিপক্ষে উভয় দিকে হবে।

শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে, না পরে অনুষ্ঠিত হবে?

এ বিষয়টিও পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই চলুন, এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **দুনিয়ার বিচারের ওকালতির (Advocacy) দৃষ্টিকোণ**

শাফায়াত হলো এক ধরনের ওকালতি। দুনিয়ার বিচারের সময় ওকালতি অনুষ্ঠিত হয় রায় ঘোষণার আগে। তাই Common sense অনুযায়ী শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ **বিচারের রায় পাল্টানোর দৃষ্টিকোণ**

বিচারের রায় ঘোষণার পর ওকালতির কারণে রায় পাল্টানোর অর্থ হলো– প্রথম রায়ে ভুল থাকা অথবা উকিল বা অন্য কারও ভয়ে রায় পরিবর্তন করা। তাই, শেষ বিচারের দিন রায় ঘোষণার পর শাফায়াতের কারণে রায় পাল্টানোর অর্থ হবে আল্লাহর প্রথম রায়ে ভুল থাকা অথবা শাফায়াতকারী বা অন্য কারো ভয়ে আল্লাহ তা'য়ালার রায় পরিবর্তন করা। এ দু'টোর কোনোটিই আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে ঘটা সম্ভব নয়। তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ীও শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার পূর্বে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ **উচ্চতর আদালতে রায় পরির্তন হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

দুনিয়ায় নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকে। পরকালে বিচারিক আদালত একটি এবং বিচারক শুধু একজন তথা মহান আল্লাহ। তাই, পরকালে উচ্চ আদালতে আপিল করে রায় পরিবর্তনের

কোনো সুযোগ নেই। আর তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ীও শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন- হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াত ক'খানির ব্যাখ্যা

২৭ নম্বর আয়াতের *(আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ গ্রহণ করতাম)* **ব্যাখ্যা :** আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসূল (সা.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারাত্মক ভুল করেছে।

২৮ নম্বর আয়াতের *(হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম)* **ব্যাখ্যা :** উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নম্বর আয়াতের *(অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)*-**এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নম্বর আয়াতের *(আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)*- **এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :** শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নম্বর আয়াতের *(আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল)* **ব্যাখ্যা :** রসূল (সা.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীমভাবে বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

আয়াত ক'খানির শিক্ষা

আয়াত ক'খানি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসূল (সা.) তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা, যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেবে।

আর যে কারণে রসূল (সা.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির জন্য শাফায়াত করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্য তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

আয়াত ক'খানির বক্তব্যের সময়কাল হলো কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। ২৭ নম্বর আয়াত থেকে এটি পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তাই, আয়াত ক'খানির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান হবে আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

তথ্য-২

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

অনুবাদ : যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা (ত্রুটি মুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ)। এটা এক গুরুতর অপবাদ।

(সুরা নূর/২৪ : ১৫. ১৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– বিচারে ভুল রায় দেওয়াসহ সকল ধরনের ত্রুটি থেকে আল্লাহ মুক্ত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী বিচারে ভুল হওয়ার জন্য শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তি পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। আর তাই শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার পূর্বে।

তথ্য-৩

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

অনুবাদ : আর তোমরা (সকলে মিলেও) পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম (পরাস্ত) করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারীও নেই।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী, শেষ বিচারের দিন সকল মানুষ মিলে বল প্রয়োগ করলেও আল্লাহর নিজ ঘোষিত বিচারের রায় পরিবর্তন করার সম্ভাবনা নেই। তাই শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার পূর্বে।

তথ্য-৪

অনেক আয়াতে বলা হয়েছে (পরে আসছে) যারা জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। অন্যদিকে অনেক আয়াত থেকে আমরা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে শাফায়াত (সুপারিশ) নামক গুনাহ মাফের এক ব্যবস্থা পরকালে থাকবে। তাই, সহজে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত হবে।

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে (পরে আসছে) যারা জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। অন্যদিকে অনেক সহীহ হাদীস থেকে আমরা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে শাফায়াত (সুপারিশ) নামক গুনাহ মাফের ব্যবস্থা পরকালে থাকবে। তাই, হাদীসের আলোকেও সহজে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত হবে।

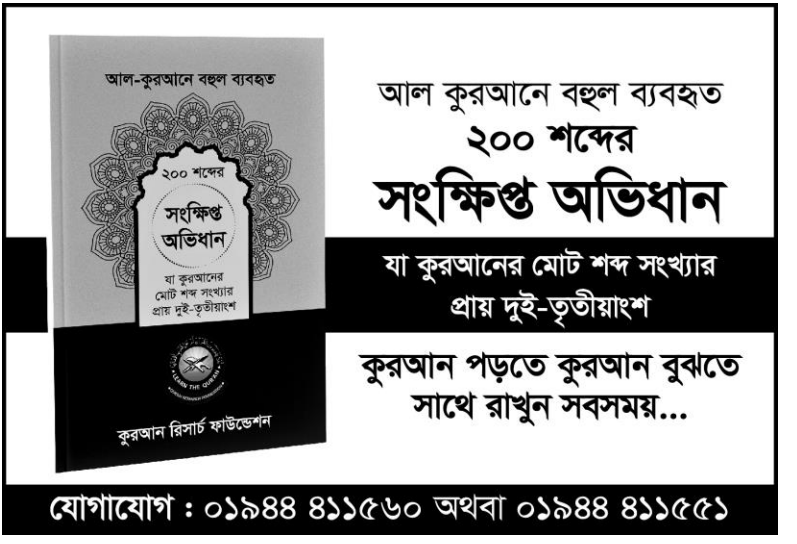

শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না?

বিষয়টি পুস্তিকার মূল আলোচ্য বিষয়। আর এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কথা হলো–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে।
২. কবীরা গুনাহর জন্য মু'মিন জাহান্নামে গেলেও শাফায়াতের মাধ্যমে কিছুকাল পরে বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

তাই, আমরা বিষয়টি নিয়ে মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

Common sense

Common sense-এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি জানা ও বুঝা যায়। দৃষ্টিকোণসমূহ হলো–

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **মানুষের দুনিয়ায় জীবন চরমভাবে অশান্তিময় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

ইসলাম মানুষের দুনিয়ার জীবনকে শান্তিময় করতে চায়। অন্যদিকে গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী অনন্তকালের তূলনায় এক কোটি বছরও শূন্য সময় তথা কোনো সময়ই না। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে– শাফায়াতের মাধ্যমে বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) মাফ হলে বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া গেলে মুসলিম দেশগুলোতে বড়ো অপরাধীর (কবীরা গুনাহগার) সংখ্যা অবশ্যই ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। ফলে মানুষের দুনিয়ার জীবন চরমভাবে অশান্তিময় হবে।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অতি সহজে বলা যায়, শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ **তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফের সুযোগ গ্রহণ না করার দৃষ্টিকোণ**

ইসলামে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে খালিস নিয়তে তাওবা করলে কবীরা গুনাহ সাওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে যায় (নিসা/৪ : ১৭, ১৮ এবং ফোরকান/২৫ : ৬৭-৭০)। যে মু'মিন তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার এ অপূর্ব সুযোগটি না নিয়ে দুনিয়ার পুরো জীবন বড়ো অপরাধ করার মাধ্যমে মানুষকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, Common sense অনুযায়ী পরকালে তার কবীরা গুনাহ (বড়ো অপরাধ) মাফ হওয়া বা কিছুকাল পর জাহান্নাম থেকে বের করে এনে অনন্তকালের জন্য জান্নাতে দিয়ে দেওয়া অবশ্যই উচিৎ নয়।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অতি সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ **শাফায়াতের অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়ার সময়ের দৃষ্টিকোণ**

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি শাফায়াতের অনুষ্ঠান সংঘটিত হবে আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার পূর্বে। তাই Common sense-এর দৃষ্টিকোণ থেকেও জাহান্নামে যাওয়া মু'মিন শাফায়াতের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে কথা ইসলামের কথা হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৪

❖ **সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠানের শিক্ষার দৃষ্টিকোণ**

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের একটি ফরজ (মৌলিক বা কবীরাহ) আরকানে ভুল হলে ঐ আমলগুলো শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ঐ আমলগুলোর পালনকৃত সঠিক কাজগুলোর কোনো মূল্য পাওয়া যায় না।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঐ আমলগুলোর শিক্ষা থেকে জানা যায়– জীবন পরিচালনা করার কর্মকাণ্ডটিতে একটি কবীরাগুনাহ তথা মৌলিক ভুল নিয়ে কোনো মু'মিন পরকালে উপস্থিত হলে সে সারা জীবন যে নেক আমল করেছে তার যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই, পরকালে ঐ নেক আমলের জন্য সে কোনো পুরস্কার পাবে না। আর তাই, তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো, শাফায়াতের মাধ্যমে–

১. কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط

অনুবাদ : যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকবে কিন্তু (কবীরা থেকে) ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : ইসলামে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো তাওবা। আর সে তাওবা করতে হবে গুনাহ করার সাথে সাথে বা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে (নিসা/৪ : ১৭, ১৮)। অর্থাৎ মৃত্যুর এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে গুনাহ করতে পারে। অন্যদিকে আয়াতটিতে কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ তথা শিরক ও অন্য সকল কবীরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে।

তাই, আয়াতটির বক্তব্য হলো– মু'মিন যদি শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে দূরে থাকতে বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে মুক্ত হতে পারে তবে তাদের মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ করার নানা ধরনের ব্যবস্থা আল্লাহর আছে। সে ব্যবস্থাগুলো হলো– দুনিয়ায় নেক আমল ও দোয়া এবং পরকালে শাফায়াত।

তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-২.১

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা **কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো।** আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। **এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।**

(সুরা মুহাম্মদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের কিছু মানা ও কিছু না মানার অর্থ হলো– কিছু বড়ো নেকী ও কিছু কবীরা গুনাহ করা। আয়াতটি অনুযায়ী কিছু কবীরা গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তির সকল আমল নিষ্ফল ধরা হবে।

তথ্য-২.২

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে খেতাব পাওয়া ব্যক্তির জীবন অবশ্যই শতভাগ ব্যর্থ। তাই, এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা (মৌলিক) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দু'টি তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতেও বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৩

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে অর্থ : অতঃপর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। আর

যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফ্ফাত' হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(সুরা মুমিনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : 'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটি ধারণকারী কয়েকটি আয়াত আল কুরআনে আছে। আরবী ভাষায় এ শব্দ তিনটির প্রধান দু'টি অর্থ হলো–

- **মাওয়াঝিন**
  ১. মাপযন্ত্র
  ২. আল্লাহর কাছে যে কাজের গুরুত্ব আছে তেমন কাজ অর্থাৎ নেকী বা সাওয়াব।

- **ছাকুলাত**
  ১. ভারী
  ২. বেশি

- **খাফ্ফাত**
  ১. হাল্কা
  ২. কম (শূন্য)

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে মু'মিনদের 'মাওয়াযিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। অর্থাৎ তারা জান্নাত পাবে। আর যাদের 'মাওয়াযিন' 'খাফ্ফাত' হবে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব অবশ্যই থাকে। তাই মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়া থেকে বুঝা যায় পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ এমন পদ্ধতিতে মাপা বা হিসাব করা হবে যেখানে আমলনামায় নেকী উপস্থিত থাকলেও তার জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। ঐ পদ্ধতি হলো গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার বা হিসাব করার পদ্ধতি। কারণ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলেই শুধু একটি মৌলিক ভুল তথা একটি কবীরাগুনাহ থাকলে আমলনামায় থাকা নেকীর যোগফল শূন্য হয়ে যায়। তাই ঐ নেকীর জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যায় না।

আমল ভরের ভিত্তিতে মাপা হলে আমলনামায় উপস্থিত থাকা নেকীর কিছু না কিছু পুরস্কার মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই পেতো। অর্থাৎ সে কিছু দিনের জন্য হলেও জান্নাত পেতো। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি। প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** নামক বইটিতে।

তাই এ আয়াত দু'টির প্রকৃত অর্থ ('মাওয়াঝিন' শব্দের অর্থ 'নেকী', 'ছাকুলাত' শব্দের অর্থ 'বেশি' এবং 'খাফ্ফাত' শব্দের অর্থ 'শূন্য' ধরে) : অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেক আ'মল বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেক আ'মল শূন্য (কম) হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আয়াতটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলে তার সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। তাই তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৪

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

অনুবাদ : আর সেই দিনকে ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, শাফায়াত কোনো কল্যাণে আসবে না এবং তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ১২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী কিয়ামতের দিন শাফায়াত কোনো কল্যাণে আসবে না। কিন্তু অন্য আয়াতে শাফায়াতকে কিয়ামতের দিনের গুনাহ মাফ হওয়া তথা মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো– যাদের আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাদের জন্য শাফায়াত কোনো উপকারে আসবে না। অর্থাৎ কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।

তথ্য-৫

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

অনুবাদ : সেদিন কোনো শাফায়াত কাজে আসবে না, শুধু তারটি ছাড়া দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় (যে শাফায়াতে) তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

(সুরা ত্বা-হা/২০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– অনুমতি পাওয়ার ব্যক্তির সে কথা তথা সে শাফায়াত শুধু কাজে আসবে যেটির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তাই, এখানে মহান আল্লাহ শাফায়াত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন–

১. শাফায়াত করার জন্য তাঁর অনুমতি পেতে হবে
২. অনুমতি পাওয়া শাফায়াতকারীর করা শাফায়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

অনুমতি পাওয়া ব্যক্তির শাফায়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা কথাটির অর্থ হবে– যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে মাফ করলে শাফায়াত সম্পর্কিত কুরআনের মাধ্যমে জানানো নীতিমালা ভঙ্গ হবে না এমনটি হতে হবে।

পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।

আয়াতটি থেকে শাফায়াতের অনুষ্ঠানের স্তর সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তার চলমান চিত্র হলো–

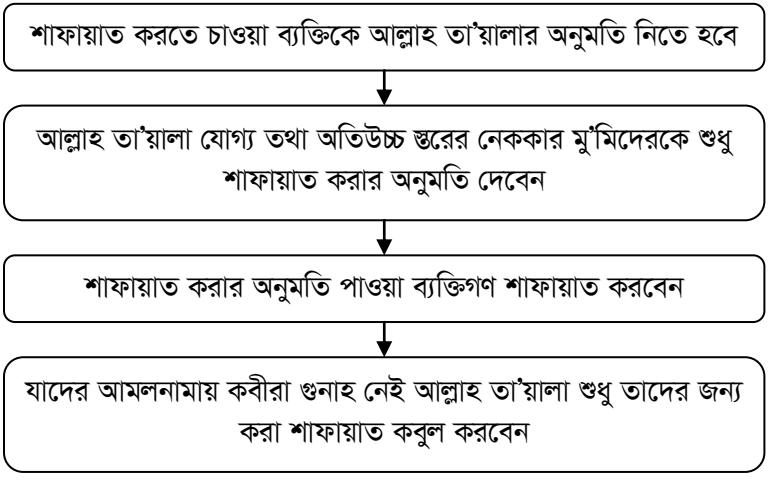

তথ্য-৬

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

অনুবাদ : যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের অন্য সকল গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের শিক্ষা হলো– মু'মিন যদি শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে দূরে থাকতে বা তাওবার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে তবে পরকালে আল্লাহ তাদের মধ্যম ও ছগীরা গুনাহসমূহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

২. কবীরা গুনাহসহ পরকালে যাওয়া মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তথ্য-৭

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

অনুবাদ : বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাতের সামগ্রী)। (সেটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়। (সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতের বক্তব্য হলো– জান্নাত শুধু সেসব মু'মিনদের জন্য যারা শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে মুক্ত। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ পরকালে যাওয়া মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তথ্য-৮

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط وَعْدَ اللهِ ط لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ.

অনুবাদ : যার ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)। তুমি (রসূল মুহাম্মাদ সা.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে? তবে যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন তাদের জন্য (স্থায়ীভাবে) নির্মিত আছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ (জান্নাত)। যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি)। আল্লাহ ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

(সুরা যুমার/৩৯ : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা : কারো ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) একটি রূপ হচ্ছে তার নির্ধারণ করা বিধি-বিধান বা নীতিমালা। তাই কোনো বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদার একটি রূপ হচ্ছে ঐ বিষয়ে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধান বা নীতিমালা।

১৯ নম্বর আয়াতটিতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন– যে ব্যক্তির জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা অনুযায়ী যার জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া সে নীতিমালা হলো– মু'মিন (তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে) একটিমাত্র কবীরাগুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর যে মু'মিন কৃত কবীরাগুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তিনি তাকে প্রথম থেকেই চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ আবার প্রশ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যাকে তিনি বিচার করে জাহানামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রসূল (সা.)ও আগুন তথা জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

পরকালে শাস্তি থেকে উদ্ধার করতে পারার একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। অন্যদিকে রসূল (সা.) অবশ্যই কোনো কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। আবার রসূল (সা.) শাফায়াতের মাধ্যমে যাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না তাকে অন্য কোনো মানুষের উদ্ধার করতে পারার প্রশ্নই আসে না।

পরের আয়াতে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তিনি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ সচেতন কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান, নীতিমালা ও

তথ্য যথাযথভাবে জানা এবং অনুসরণ করা। তাই আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান, নীতিমালা ও তথ্য যথাযথভাবে জানে এবং অনুসরণ করে তাদেরকে তিনি চিরস্থায়ীভাবে অপরূপ জান্নাতে থাকতে দেবেন।

সবশেষে, **'আল্লাহ কখনও নিজের ওয়াদা খেলাফ করেন না'** কথাটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা (জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা) তিনি ভঙ্গ করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে নিশ্চিত করেছেন যে– কবীরাগুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জাহান্নামে এবং কবীরাহ গুনাহ ছাড়া মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

আয়াতটির আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

তথ্য-৯.১

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ.

অনুবাদ : তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান (কুরআন ভিন্ন আল্লাহর পাঠানো অন্য কিতাব) প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাবের (আল-কুরআন) দিকে আহ্বান করা হয় নিজেদের মাঝে (থাকা বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে। তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে– নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; আর তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন (দ্বীন ইসলাম) সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩: ২৩, ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়, আহলে কিতাবরা বলতো– আল্লাহর কিছু কথা না মানার জন্য নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ আমরা জাহান্নামে গেলেও কিছুদিন পর বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবো।

আহলে কিতাবদের ঐ কথার জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন–

- ঐ কথা তাদের বানানো কথা।
- ঐ কথা তাদেরকে, তাদের দ্বীন তথা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

তথ্য-৯.২

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُوْدَةً ط قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ : আর তারা (আহলে কিতাব) বলে– জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো– তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছো? অথচ আল্লাহ কখনও তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো– যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই? নিশ্চয় যারা গুনাহ করবে এবং তাদের (কবীরা) গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে (তাওবার মাধ্যমে মাফ করে না নিয়ে বড়ো গুনাহ বেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা : ৮০ নম্বর আয়াতে আহলে কিতাবদের বলা 'জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া' কথাটির বিষয়ে বলা হয়েছে-

- এটা আল্লাহর ওয়াদা নয়।
- এটি তাদের বলা ভুল কথা।

আর পরের আয়াত তথা ৮১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন। সে তথ্য হলো– যে সকল মু'মিন কৃত কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

উল্লিখিত দু'টি তথ্যের আয়াতগুলো আহলে কিতাবীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন– আহলে কিতাবদের শাস্তির বিধান আর মুসলিমদের শাস্তির বিধান এক নয়। এ কথার উত্তর হলো– ইসলাম স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থা। এর মূলনীতি সকল নবীর উম্মতের জন্য অভিন্ন। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে শরিয়তের কিছু বিধান শুধু পরিবর্তন হয়েছে। আর এটি হওয়াই

যৌক্তিক। কারণ, এটি না হলে শুধু জন্মের সময়ের ভিন্নতার কারণে একই ধরনের অপরাধের জন্যে মানুষকে অপরিসীম পার্থক্য সম্বলিত শাস্তি দেওয়া হতো। যা ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।
আর এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : এটা (ইসলাম) স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : ইসলাম একটি স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামের মূলনীতি সকল যুগের মানুষের জন্য অভিন্ন। জাহান্নামের অবস্থানের মেয়াদ স্থায়ী না অস্থায়ী এটি ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .

অনুবাদ : এটাই আল্লাহর রীতি, পূর্ব থেকে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(সুরা ফাতহ/৪৮ : ২৩)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

অনুবাদ : আমাদের রসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, আর তুমি আমাদের নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৭)

উল্লেখিত তিনটি আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

তথ্য-১০

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ

অনুবাদ : বলে দাও, আমি কোনো নতুন রসূল নই এবং আমি জানি না (পরকালে) আমার ও তোমাদের প্রতি কী আচরণ করা হবে।

(সুরা আহকাফ/৪৬ : ৯)

ব্যাখ্যা : যদি প্রশ্ন করা হয় এ আয়াতে রসূল (সা.)-এর জানা নেই বলতে নিম্নের কোন তথ্যটিকে বুঝানো হয়েছে–

১. তিনি জান্নাত পাবেন, কি পাবেন না।
২. তিনি শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, কি পাবেন না।

৩. তিনি হাউজে কাউছারের পানীয় পান করানোর অনুমতি পাবেন, কি পাবেন না।
৪. তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে, কি হবে না।

আমরা সবাই উত্তর দেবো তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে কি হবে না এটি বুঝানো হয়েছে। কারণ, বাকি তিনটি হতে পারে না।

আয়াতটি অনুযায়ী– পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চমানের নেককার মু'মিনও নিশ্চিত নন যে– তার করা শাফায়াত কবুল হবে, কি হবে না। আর এর কারণ হলো– তিনি জানেন না, যার জন্য তিনি শাফায়াত করছেন তার আমলনামায় কবীরা গুনাহ আছে কি না (আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– রসূল (স.)-এর কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। আর কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা রসূল (স.)-এর শাফায়াত যদি কবুল না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

{১. বাগাভী (রহ.)-এর মত হলো– আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, তাঁর সাথে পরকালে মহান আল্লাহ কী আচরণ করবেন তা তিনি জানেন না। (বাগাভী, মাআলিমুত তানযীল, খ. ৭, পৃ. ২৫২)
২. কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন– এ আয়াতের বক্তব্য ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে প্রযোজ্য হবে। (আলূসী, রূহুল মাআনী, খ. ১৯, পৃ. ৪৯)}

তথ্য-১১.১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অনুবাদ : কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা; ..... আর যে (মু'মিন) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

তথ্য-১১.২

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অনুবাদ : অথচ আল্লাহ কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সুরা বাকারা/২ : ২৭৫)

তথ্য-১১.৩

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

অনুবাদ : আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতসমূহ এবং এ ধরনের বহু আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– যারা জাহান্নামে যাবে তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই এ আয়াতগুলো অনুযায়ীও নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে কেউ মুক্তি পাবে না।

তথ্য-১২

পূর্বে উল্লিখিত সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০ আয়াত ক'খানি (পৃষ্ঠা নম্বর ৩৮) থেকে জানা যায়– কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করে শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার কারণে যে সকল উম্মত কবীরা গুনাহসহ পরকালে উপস্থিত হবে রসূল (স.) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। অর্থাৎ তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে।

তাই, এ আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবেই না। বরং রসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পাঠানোর জন্য সুপারিশ (শাফায়াত) করবেন।

❖ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

২. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَ ... ...عَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِى بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ সালামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তাঁর ওপর যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ। (আর তুমি তোমার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো)-এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি বলেন– হে কুরাইশ সকল! আল্লাহর জন্য তোমাদের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। (পরকালে) আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমাদের কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়্যা! হে রসূলুল্লাহর কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। (পরকালে) আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫২৫।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পরকালে কেউ কাউকে উপকার করতে পারার একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে রসূল (সা.) তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.)-কেও শাফায়াতের মাধ্যমের কোনো উপকার করতে পারবেন না। তাই, অন্য মু'মিনদের বেলায় এটির প্রশ্ন আসেই না।

আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ... ... ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬৭৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কবীরা গুনাহগাররা শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না। তাহলে হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... ... قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ : لاَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সা.) মু'আয (রা.)-কে

বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোরূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয (রা.) বললেন, 'আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেবো না?' তিনি বললেন- না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোরূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'-এ সুসংবাদটি মু'আয (রা.) অন্য লোকদের জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী (স.) তা নিষেধ করেন এবং বলেন 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে'।

তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে শুধু শিরক নয়, সকল কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। আর তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. পরকালে শিরক ও কবীরা গুনাহ আমলনামায় থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকতে হবে।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৪.১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪.২

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম (রাহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (এরপর ৪.১ নম্বর হাদীসটির বক্তব্যেও অনুরূপ বক্তব্য অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সলাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪.৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

অনুবাদ : *মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে-* আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা।
২. অনুশোচনা ও তার মাত্রা।
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

অন্যদিকে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে মোটা দাগে (Gross) যে সকল গুনাহ হয় তা হলো–

১. জীবন বাঁচানো তথা বড়ো গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে গুনাহ হবে না।
২. প্রায় জীবন বাঁচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হবে।
৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হবে।
৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।
৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র** (গবেষণা সিরিজ-২২) বইটিতে।

মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাত খিয়ানাত করা তিনটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রা যাই থাকুক না কেন এ তিনটি কাজে অন্য মানুষের ক্ষতির বা কষ্টের মাত্রা অভিন্ন হয়। তবে কাজ তিনটি করা ব্যক্তির জীবন বাঁচানো, প্রায় জীবন বাঁচানো বা অন্তত মধ্যম মাত্রার গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সে ক্ষতি হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ তিনটি ইচ্ছাকৃত (খুশি মনে) প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে তা মেনে নেওয়া যায় না।

তাই বলা য়ায়, হাদীস তিনটির ভিত্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে (কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার) বা প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় (সাধারণ কবীরা গুনাহগার) উল্লিখিত তিনটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করে তারা মুনাফিক, ঈমান না থাকা বা দ্বীনের বাইরে চলে যাওয়া ব্যক্তির সমতুল্য বলে গণ্য হবে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার বা সাধারণ কবীরা গুনাহগার অবস্থায় পরকালে যাওয়া–

১. ব্যক্তিদের গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হবে না।
২. ব্যক্তিরা জাহান্নাম থেকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ..... أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا ، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ . فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) উম্মুল আলা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়ের (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আনসারী মহিলা ও নবী (স.)-এর কাছে বাই'আতকারী উম্মুল 'আলা (রা.) থেকে বর্ণিত, (মদীনায় হিজরতের পর) লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদের বণ্টন করা হচ্ছিল। তাতে 'উসমান ইবনু মায'উন (রা.) আমাদের অংশে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। এক সময়ে তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হলো। যখন তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, তখন আল্লাহর রসূল (স.) প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবাস্-সায়িব! আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী (স.) বললেন– তুমি কী করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? আল্লাহর রসূল (স.) বললেন– তার ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রসূল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহর কসম! অতঃপর এরপর হতে কোনো দিন আমি কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে পাপমুক্ত বলে মন্তব্য করবো না।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল (স.) আল্লাহর কসম খেয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, পরকালে তাঁর সঙ্গে এবং সাহাবায়ে কিরামদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে সেটি তিনি জানেন না।

এ হাদীসটির বক্তব্য পৃষ্ঠা নম্বর ৫৩-এ উল্লেখিত কুরআনের ১০ নম্বর তথ্যের সুরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াতের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করে সহজে বলা যায়–

১. রসূল (স.)-এর করা সকল শাফায়াত কবুল হবে না। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কবীরা গুনাহগার মু'মিনদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৬.১

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব (রহ.) থেমে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* নাফে (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ইবনে ওমর (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী, তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছো চিরদিন সেখানে থাকবে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৩৬২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬.২

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ . وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবুল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬১৭৯
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬.৩

حَدَّثَنَا أَحْمَد ..... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَا بَعَثَنِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرَء اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى النَارِ وَخُلُوْدُ لاَمَوْت وَاَقَامَة لاَظْعَنُ فِيْ اَجْسَادِ لاَتَمُوْتَ

অনুবাদ : *ইমাম ত্বাবারানী (রহ.) মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ (রহ.) থেকে শুনে তার মুজাম গ্রন্থে লিখেছেন–* মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (স.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন, হে লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে রসূল (স.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

- তাবারানী, হাদীস নং- ১৬৫১।
  (হাদীস তিনটি তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ব্যবহার করা হয়েছে।)
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস তিনটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– যারা জান্নাতে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারাও সেখানে চিরকাল থাকবে। তাই কোনো ব্যক্তি জাহান্নাম থেকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারবে না। হাদীস তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াত বা অন্য কোনোভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

হাদীস-৭

عن إبن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيلَ لأَهلِ النَّارِ إنَّكُم ماكثونَ في النَّارِ عددَ كلِّ حصاةٍ في الدُّنيا لفرِحوا بِها ولو قيلَ لأَهلِ الجنَّةِ إنَّكم ماكِثونَ بِها عددَ كلِّ حصاةٍ لَحَزِنوا ولَكن جَعلَ لَهمُ الأبدَ.

অনুবাদ : ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

- হাদীসটি-
  ১. ইমাম তবারানী বর্ণনা করেছেন।
  ২. ইমাম সুয়ূতী 'আল-জামিউস সগীরে' বর্ণনা করেছেন।
  ৩. ইমাম আল হাইছামী 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
  ৪. তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।
- হাদীসটির মতন কুরআন ও আকলের সাথে সঙ্গতিশীল।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– পরকালে কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে না। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে এটিও বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল সহীহ হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–
১. কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

হাদীসগুলোর বক্তব্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই, হাদীসগুলো আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার কারণ

শাফায়াত সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও মনের প্রশান্তিমূলক জ্ঞানার্জন করার জন্য এ বিষয়টিও সকল মুসলিমের বুঝে নেওয়া দরকার। নেক আমলের মাধ্যমে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। এ তথ্যের প্রমাণ হলো-

আল কুরআন

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ

অনুবাদ : অবশ্যই নেক আমল (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

আল হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ..... حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) উসমান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দু ইবন হুমাইদ (রহ.) থেমে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন, যখনই কোনো মুসলিমের কাছে ফরজ সালাত উপস্থিত হয় আর সে উত্তম ওজু, নিষ্ঠা ও রুকু (ও সিজদা) সহকারে তা আদায় করে, ঐ সালাতের কারণে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ না করে থাকে। আর সর্বদাই এরকম হতে থাকে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৬৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই, ছগীরা গুনাহ মু'মিনের আমলনামায় থাকার কথা নয়। অতএব কুরআন, হাদীস ও Common sense- এর বহু তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর অনুমতি লাগে।
২. শাফায়াত কবুল করার স্বাধীন মালিক মহান আল্লাহ।
৩. কবীরা গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হয় না।
৪. ছগীরা গুনাহ মু'মিনের আমলনামায় সাধারণত থাকে না।

এ কারণে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে– শাফায়াতের প্রকৃত অবস্থা যদি এটি হয় তাহলে শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার দরকার কী ছিল? প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে শাফায়াতের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ পর্যালোচনা করলে।

শাফায়াতের দুনিয়ার কল্যাণ

পূর্বেই আমরা জেনেছি শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি হলো– দুনিয়ার জীবন পরিচালনার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মহান আল্লাহর দেওয়া সন্মাননা পুরস্কার। এ সন্মাননা পুরস্কার পাবে অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিনগণ।

মানুষ সন্মান পেতে চায়। তাই, 'শাফায়াত' ব্যবস্থা রাখার প্রধান কারণ বা কল্যাণ হলো– দুনিয়ার মানুষকে অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। আর এর ফল স্বরূপ দুনিয়ায় অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মানব সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে।

শাফায়াতের পরকালীন কল্যাণ

ইসলামে গুনাহ বড়ো দাগে তিন মাত্রার–

১. ছগীরা
২. মধ্যম
৩. কবীরা

তাই, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে মানুষের দুই ধরনের কল্যাণ হবে–

১. মধ্যম গুনাহ মাফ হবে।
২. জান্নাত ও জাহান্নামের মান পরিবর্তন হবে।

শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের মান তথা পুরস্কার বা শাস্তির মাত্রার পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি জানা যায় নিম্নের হাদীস দু'টি থেকে–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ..... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন– আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তাতে তার মগজ গলে যাবে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৬৭২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ..... عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ "نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ".

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন উমার (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (স.)! আপনি কি আবূ তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো আপনার হিফাজত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) উত্তরে বললেন– হ্যাঁ, তিনি কেবল পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে আছেন, আর যদি আমি না হতাম তবে জাহান্নামের অতল তলেই তিনি অবস্থান করতেন।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৩১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

শাফায়াত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে কি না

'শাফায়াত' হলো মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা পরকালে গুনাহ মাফের একটি ব্যবস্থা। তাই এ বিষয়টি বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে– মৃত্যুর সময় যে সকল মু'মিনের আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না (নেককার মু'মিন) তাদের জান্নাত পাওয়ার জন্য শাফায়াতের প্রয়োজন হবে না। আর অতিউচ্চ স্তরের নেককার মু'মিনগণ শাফায়াত ছাড়া জান্নাত পাবেন এবং আমলনামায় মধ্যম গুনাহ থাকা মু'মিনদের শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ করিয়ে জান্নাতে নিতেও পারবেন।

বাকি থাকে সে হাদীসটির কথা যেখানে রসূল (স.) বলেছেন– তিনি নিজেও আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবেন না। এ কথাটির অর্থ এই নয় যে, পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ না করিয়ে নিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এ কথার অর্থ হবে– মহান আল্লাহ দয়া করে দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহ মাফের যে সকল ব্যবস্থা রেখেছেন তা না থাকলে কারো পক্ষে জান্নাত পাওয়া সম্ভব হতো না। তাইতো মহান আল্লাহ বলেছেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

অনুবাদ : যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এসে যায়। আর তুমি দেখতে পাও দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। তখন তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

(সুরা নাসর/১১০ : ১-৩)

শাফায়াত বিষয়ে যে দোয়া করতে হবে

প্রচলিত ধারণা ও তার পর্যালোচনা

প্রচলিত ধারণা হলো– সকলকে রসূল (সা.)-এর শাফায়াত পাওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, এটির অর্থ হলো একজন মুসলিম অপরাধ করতে থাকা অবস্থায় পরকালে যাবে এবং পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে সে গুনাহ মাফ করে নেবে। এতে মুসলিম বিশ্ব শান্তিময় হবে না।

প্রকৃত তথ্য

শাফায়াত বিষয়ে দোয়া করতে হবে, হে আল্লাহ!–

১. আমাকে নবীর (সা.) শাফায়াত পাওয়ার তৌফিক দিন।
২. আমার যাতে শাফায়াত না লাগে সেভাবে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন।
৩. আমি যাতে শাফায়াতকারী হতে পারি সেভাবে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মূল উৎস এবং তার পর্যালোচনা

শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির মূল উৎস হলো কিছু হাদীস। কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা করেও 'মু'মিনরা কিছুকাল জাহান্নাম খেটে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' এ কথা চালু করা হয়েছে। কিন্তু ঐ সব আয়াতে শাফায়াতের কথাটি সরাসরি উল্লেখ নেই। ঐ সকল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

এখন আমরা সে সকল সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করবো যেখানে 'শাফায়াত' কথাটি সরাসরি উল্লেখ আছে এবং যেগুলো শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে। হাদীসগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

ক. রসূল (স.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া বক্তব্য ধারণকারী হাদীস।
খ. রসূল (স.) এবং অন্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ামূলক বক্তব্য ধারণকারী হাদীস।

আমরা এখন এ দু'ধরনের হাদীস উল্লেখ ও পর্যালোচনা করবো–

ক. রসূল (স.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে*

লিখেছেন– আনাস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

- আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৪৭৪১।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

পর্যালোচনা : হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) পূর্বে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত। তাই, এটি রসূল (স.)-এর কথা হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি?

খ. রসূল (স.) এবং অন্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ামূলক বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ " هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا ". قُلْنَا لاَ. قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ـ ثُمَّ قَالَ ـ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ـ قَالَ ـ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ " مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ، لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، **فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا.** فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ** فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا**، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ

أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবো কি? তিনি বললেন– মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সুর্য দেখতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন– সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ছাড়া যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক।

সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন করো। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশ্যই সেখানে থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা, নেককার ও গুনাহগার সবাই। আর আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে।

অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মতো। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র (আ.)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। কারণ আল্লাহর কোনো স্ত্রীও নেই এবং নেই তার কোনো সন্তান। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান করো। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কোনো স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান করো। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগগ। তাদের নেককার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণা দিতে শুনেছি যে যারা যাদের ইবাদত করতো তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য।

নবী সা. বলেন– এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিল। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তার স্থানে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোনো আলামত আছে কি? তারা বলবে– পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেওয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মতো শক্ত হয়ে যাবে।

এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের ওপর। সাহাবীগণ আরজ করলেন, সে পুলটি কী ধরনের হবে ইয়া রাসুলুল্লাহ? তিনি বললেন– দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো। কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তি প্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যাক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোনো রকমে পার হয়ে আসবে।

বর্তমানে তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে (কেমন কঠোর হবে) তা তোমাদের কাছে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতো, রোযা পালন করতো, নেক কাজ করতো?

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের মনে **অণু পরিমাণ ঈমান** পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন– তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড়ো– আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর অণু পরিমাণ পূণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)।

তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন– এখন একমাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট রয়েছে। **তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন দলসমূহকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে**। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভুত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মতো বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত **যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন**। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হবে– তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরও সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

(বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৪৩৯)

হাদীস-২

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « نَعَمْ ». قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ». قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « مَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِى صُورَتِهِ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ.

فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ « دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ **فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِى اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِى النَّارِ** يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِىَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا ». وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِى بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) « فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ** عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِى نَهَرٍ فِى أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ « فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِى رِقَابِهِمُ

الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ **الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ** ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.«

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ সাঈদ আল-খুদুরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে কতিপয় লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে বলল, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামাত দিবসে আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– হ্যাঁ! তিনি আরও বললেন, দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? চন্দ্রের চৌদ্দ তারিখে মেঘমুক্ত অবস্থায় চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা হয় না। নবী সা. বললেন– ঠিক তদ্রূপ কিয়ামাত দিবসে তোমাদের বারাকাতময় মহামহিম রবকে দেখতে কোনোই কষ্ট অনুভব হবে না যেমন চাঁদ ও সূর্য দেখতে কষ্ট অনুভব করো না।

সে দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, 'যে যার উপাসনা করতো সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার বেদীর উপাসনা করতো তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ বা অসৎ হোক যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করতো তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের (যারা দেব-দেবী ও বেদীর উপাসক ছিল না তারাও বাকী থাকবে)।

এরপর ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র 'উযায়র-এর। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের খুবই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এরপর খ্রিষ্টানদের ডাকা হবে, বলা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র মাসীহ-এর (ঈসার) উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ পিপাসা পেয়েছে, আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাবার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে জমায়েত করা হবে। এটিকে মরীচিকার মতো মনে হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।

শেষে সৎ বা অসৎ হোক এক আল্লাহর উপাসনাকারী ছাড়া আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা পরিচিত আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছো? তারা বলবে, হে আমাদের রব! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম সে দুনিয়াতেই আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের রব। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এ কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহর বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাঁকে তোমরা চিনতে পার? তারা বলবে অবশ্যই আছে। এরপর পায়ের 'সাক' (গোছা) উন্মোচিত হবে। তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো, সে মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহর সেজদা করার অনুমতি দেবেন এবং তারা সবাই সেজদাবনত হয়ে পড়বে। আর যে কারো ভয়-ভীতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য সেজদা করতো তার মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেওয়া হবে। যখনই তারা সেজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে।

অতঃপর তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং তিনি তাঁর আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অতঃপর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে, হ্যাঁ! আপনি আমাদের রব। তারপর জাহান্নামের ওপর "জাস্‌র" (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেওয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! "জাস্‌র" কী? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন– এটি এমন স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা,

দেখতে নাজ্‌দের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো। মু'মিনগণের কেউ তো এ পথ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ উত্তম অশ্ব গতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ তো অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আর কেউ তো হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন– সে সত্তার কসম! **যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ দিন মু'মিনগণ তাদের ঐ সব ভাইদের স্বার্থে যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও তোমরা তেমন বিতর্কে লিপ্ত হও না।** তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সলাত আদায় করতো, হাজ্জ করতো। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে– যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো।

উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল 'আজাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাদেরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না।) মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দেবে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার মনে এক দীনার পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকে উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ **খায়ের (ঈমান)** অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে **অণু পরিমাণ খায়ের (ঈমান)** বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! **খায়ের থাকা (ঈমান থাকা) কাউকে আর রেখে আসিনি।**

সাহাবা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পার- " আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর কাছ হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন" (সুরা আন্ নিসা/ ৪ : ৪০)।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন– ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রাহিমীন- পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। **এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনও কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে।** পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেওয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন) তোমরা কি কোনো বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সহাবাগণ বললেন– হে আল্লহর রসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন– এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হবে 'উতাকাউদল্লাহ'- আল্লহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লহর তা'য়ালা **সৎকাজ ও খায়ের (ঈমান)** ছাড়াই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

এরপর আল্লহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন– যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। আর যা কিছু দেখছো সব কিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এত দিয়েছেন যা সৃষ্টজগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন– তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কী সে উত্তম বস্তু? আল্লহর বলবেন– সে হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবো না।

(মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪২৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দু'টির বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. জাহান্নাম থেকে প্রথম বের হয়ে আসা মু'মিনরা, জাহান্নামে থেকে যাওয়া তাদের বন্ধুদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কঠিনভাবে ঝগড়া করবে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা (ভয় পেয়ে?) তাদের বন্ধুদের বের করে আনতে বলবেন।

২. শেষবার জাহান্নাম থেকে লোকদের বের করে এনে মু'মিনরা আল্লাহকে বলবে– আর কোনো মু'মিনদের তারা জাহান্নামে রেখে আসেনি। অর্থাৎ জাহান্নামে তখন শুধু কাফিররা আছে।

৩. সবশেষে আল্লাহ মুঠি ভরে যে দলসমূহকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন তারা কাফির। কারণ, মু'মিনরা শেষবার জাহান্নামে গিয়ে অণুপরিমাণ ঈমানধারীদেরকেও বের করে নিয়ে এসেছে।
৪. আল্লাহ তা'য়ালার মুঠিতে অবশ্যই সকল কাফিররা এসে যাবে। ফলে জাহান্নামে আর কোনো কাফির থাকবে না। শূন্য জাহান্নাম জ্বলতে থাকবে।

হাদীস-৩

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا ـ وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ ـ وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ ـ وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ ـ قَالَ ـ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ " فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ

فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ". قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، **حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ**. قَالَ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم ".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেছেন, ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো মাধ্যমে শাফায়াত করাই যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো। তারপর তারা আদম (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ নিজ হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের গুণবাচক নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে প্রদানের জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফায়াত করুন। তখন আদম (আ.) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী (স.) বলেন– এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী।

তারপর তারা নূহ (আ.)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী (স.) বলেন– অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যাবে। তখন ইবরাহীম (আ.) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তবতা পরিপন্থি ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ.)-এর কাছে যাও। আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন, তার সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন।

রসুল (স.) বলেন– সবাই তখন মূসা (আ.)-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল এবং তার রূহ ও বাণী।

রসুল (স.) বলেন– তারা সবাই তখন ঈসা (আ.)-এর কাছে যাবে। ঈসা (আ.) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যার পূর্বের ও পরের ভুল মাফ করে দিয়েছেন। রসুল (স.) বলেন– তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তার কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ বাখবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মাদ, মাথা ওঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রসুল (স.) বললেন– তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারপর আমি ফিরে এসে আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে।

আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান দেওয়া হবে। রসুল (স.) বলেন– তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও শ্রুতি করবো, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল (স.) বলেন– এরপর আমি শাফায়াত করবো, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স.) বলেছেন– তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

তারপর তৃতীয়বারের মতো ফিরে আসবো এবং আমার রবের কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবুল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রসুল (স.) বলেন– আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো, যা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল (স.) বলেন– এরপর আমি শাফায়াত করবো, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স.) বলেন– আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা; কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অবধারিত হয়ে পড়েছে। আনাস (রা.) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী (স.)-এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমুদ' হচ্ছে এটিই।

(বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০০২)

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ

اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ ـ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ **حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ". وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করতো, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো।

তখন তারা সকলেই আদম (আ.) এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন; তারা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ প্রথম রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তার কাছে যাবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ.)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে চলে যাও।

তারা তার কাছে যাবে। তখন তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে চলে যাও। তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবো তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর, তোমাকে দেওয়া হবে। বলো, তোমার কথা শ্রবণ করা হচ্ছে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করবো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি পূর্বের মতো পুনরায় তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাবো। **অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যাদের জাহান্নাম অবস্থান স্থায়ী তারা ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে থাকবে না। কাতাদা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।**
(বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬১৯৭)

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ

فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ـ ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ (لِي) فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي ـ مِثْلَهُ ـ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ (ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ **فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ**".

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন– কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ.)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতা দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজে আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। এবং তিনি বলবেন– তোমরা নূহ (আ.) এর কাছে যাও। তিনই প্রথম রাসূল যাকে আল্লাহ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন।

তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয় যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের কাছে লজ্জাবোধ করবেন।

তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আল্লাহর বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাবো এবং অনুমতি চাবো, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখবো, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চান আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। তারপর সুপারিশ করবো। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

আমি পুনরায় রবের কাছে ফিরে আসবো। যখন আমি আমার রবকে দেখবো তখন পূর্বের মতো সব কিছু করবো। তারপর আমি সুপারিশ করবো। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাবো। আমি আবার রবের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করবো। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং আরজ করবো **এখন কেবল তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের ওপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।**

(বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪২০৬)

হাদীস-৬

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِى الرَّابِعَةِ **فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের একত্রিত করবেন। ফলে তারা সেটাকে অতি সঙ্কটময় মনে করবে। বর্ণনাকারী অব্যবহিত পূর্বের হাদীস তিনটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তারপর আমি বলবো, হে রব! আর কেউ অবশিষ্ট নেই। **কেবল তারাই আছে যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।**

(মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৯৭)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অব্যবহিত পূর্বের চারখানি হাদীসের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ হলো–

১. হাদীসগুলোর মধ্যম অংশের বক্তব্য থেকে জানা যায়– রাসূল (স.) একবার নয় চারবার জাহান্নামে গিয়ে মু'মিনদের বের করে আনবেন।

২. হাদীসগুলোর শেষ অংশের বক্তব্য হলো– কুরআন যাদেরকে আটকে রাখবে অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী যাদের স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত হবে তাদের ছাড়া সকলকে রাসূল (স.) জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। কিন্তু কুরআনের অসংখ্য স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জাহান্নামের অবস্থান হবে স্থায়ী। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে কেউ বের হয়ে আসার মতো কোন ঘটনা পরকালে ঘটবে না। তাই, হাদীসগুলোর এক অংশের বক্তব্য অন্য অংশের বিরোধী।

(বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?** নামক বইটিতে। গবেষণা সিরিজ-২০)

৩. আল কুরআনে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থানের মেয়াদ জানাতে যে 'খুলুদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক তাফসীরকারক হাদীসের দোহাই দিয়ে জাহান্নামীদের বিষয়ে 'খুলুদ' শব্দের অর্থ করেছেন লম্বা সময়। কিন্তু এ চারখানি হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় জাহান্নামীদের ব্যাপারেও ঐ 'খুলুদ' শব্দের অর্থ হবে স্থায়ী।

হাদীসগুলোর সামগ্রিক পর্যালোচনা

এ ধরনের আরও হাদীস প্রচলিত হাদীসগ্রন্থসমূহে আছে। উল্লিখিত হাদীস ক'খানির বক্তব্য (মতন) পূর্বে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত। অন্য দিকে চারটি হাদীসের ভিতরও পরস্পর বিরোধী তথ্য বিদ্যমান।

আর প্রথম দু'টি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়–

১. জাহান্নাম থেকে প্রথম বের হয়ে আসা মু'মিনরা, জাহান্নামে থেকে যাওয়া তাদের বন্ধুদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কঠিনভাবে ঝগড়া করবে।

২. মুক্তি পাওয়া মু'মিনরা জাহান্নামে থেকে তাদের সকল মু'মিন ভাইদের বের করে আনার পর আল্লাহ মুঠি ভরে সকল কাফিরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

পাঠকগণই বলুন– এ ধরনের কথা রাসূল (স.)-এর কথা তথা রাসূল (সা.)-এর হাদীস হতে পারে কি? যারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো স্থানে আছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ– আপনারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দিয়ে উম্মতকে বাঁচান। আর নিম্নের দুটো বিষয় আপনাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত দেওয়ার শক্তি যোগাবে ইনশাআল্লাহ–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতন তথা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

২. হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্যদের দিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা কথা লিখে রাখা। গ্রন্থকার বা সংকলনকারীগণের বেখেয়ালে তা বর্ণনা করা।
(১. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯।
২. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪।
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণ তাদের জ্ঞাতসারে–

১. কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত
২. সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বিপরীত
৩. Common sense-এর সরাসরি বিপরীত
৪. অভ্যন্তরীণ বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী
৫. উম্মাহ বিধ্বংসী

বক্তব্য সম্বলিত এ সকল কথা রাসূল (স.)-এর হাদীস হিসেবে তাদের গ্রন্থে লিখে রেখেছেন– এ কথা বিশ্বাস করলে ঐ মনীষীগণের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে তথা কবীরা গুনাহ হবে বলে আমরা মনে করি। আর জাল হাদীস প্রচারের ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য গোয়ন্দারা অখ্যাত নয়, বরং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থকে বাছাই করবেন এটাই স্বাভাবিক।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শেষ কথা

সুধী পাঠক! আশা করি পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যসমূহ শাফায়াত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরোধী কথাগুলো অপনোদন করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর এর ফলস্বরূপ যে সকল ঈমানদার ইসলামের কিছু অনুসরণ করছেন আর কিছু অনুসরণ করছেন না এটি ভেবে যে, গুনাহের জন্য জাহান্নাম যেতে হলেও কিছুকাল সেখানে থাকার পর শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্যে জান্নাত পাওয়া যাবে, তাদের ভুল ভাঙ্গবে। তাই তারা সকলে ইসলাম পালন করে নেককার মু'মিন বা কমপক্ষে ছগীরা গুনাহগার বা মধ্যম গুনাহগার মু'মিনের স্তরে থাকার চেষ্টা করবে। আর তা পারলে আশা করা যায় তারা সকলে পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে বা সরাসরি চিরকালের জন্যে জান্নাত পাওয়ার যোগ্য হবেন।

সবার কাছে দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৭৮৯৫২০৪৮৪

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ চট্টগ্রাম

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০

❖ রাজশাহী

- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮

❖ খুলনা

- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ১৫৯, শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ সিলেট

- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

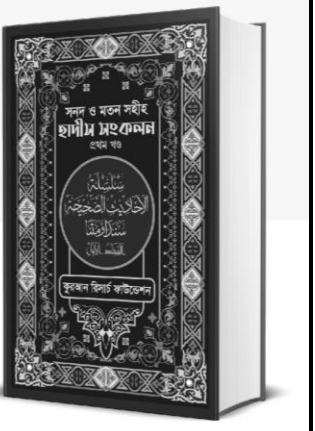

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

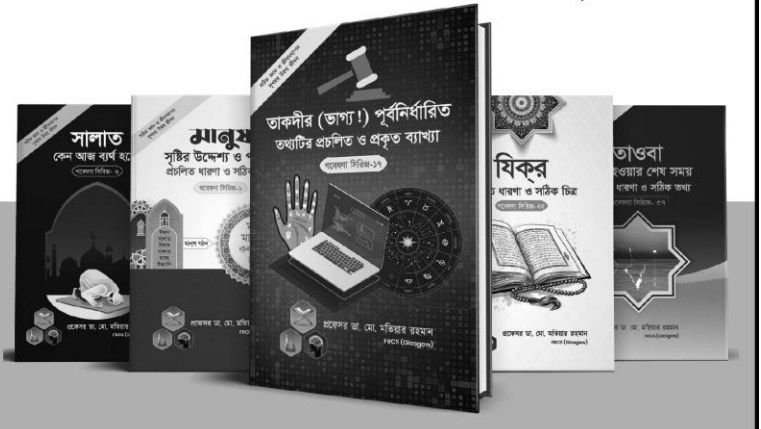

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১